সবার আগে বাংলাদেশ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

রপ্তানি খাতের বৈচিত্র্য: সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও আইসিটি শিল্প শক্তিশালী করার পাশাপাশি কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক পণ্য, ঔষুধ, চামড়া ও জুতা, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ইত্যাদি শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে রপ্তানি খাতকে বৈচিত্র্যময় করা হবে। তৈরি পোশাক শিল্পে নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে 'মেড ইন বাংলাদেশ'-কে বৈশ্বিক বাজারে আরো শক্ত অবস্থানে তুলে ধরা হবে, যেন প্রতিটি সেক্টরে কর্মসংস্থানের জোয়ার সৃষ্টি হয়।

উদ্ভাবন, স্টার্ট-আপ ও উদ্যোক্তা সহায়তা: তরুণ প্রজন্মের জন্য দেশব্যাপী ও ক্যাম্পাসভিত্তিক উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রতিযোগিতা আয়োজন, বিজয়ীদের স্টার্ট-আপ ফান্ড, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান, এবং স্থানীয় ইকোনমিক জোন, ইপিজেড, বিসিক, হাই-টেক ও সফটওয়্যার পার্কের অব্যবহৃত স্থানে উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের জন্য জায়গা বরাদ্দ করা হবে।

ব্যবসা সহজ করার পরিবেশ: কর্মসংস্থান সৃষ্টিকেন্দ্রিক বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমানো, প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট সহজ করা, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের শুরু থেকে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ডিজিটাল ও হয়রানিমুক্ত ওয়ান-স্টপ সার্ভিস নিশ্চিত করা হবে।

ট্যাক্স ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও উৎসাহ: সৎ ব্যবসা ও উদ্যোক্তাদের মূল্যায়ন করতে ট্যাক্স কাঠামো যৌক্তিক করা, যুব ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ট্যাক্স ছাড় ও ইনসেনটিভ প্রদান, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে ভ্যাট হ্রাস, এবং ডিজিটাল সেবা ও স্বচ্ছ অডিট ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা হবে।

শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ উৎসাহ: দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ সহজ করতে প্রক্রিয়া সরলীকরণ, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় সিন্ডিকেট ভেঙে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, জেলা পর্যায়ে বিনিয়োগ সেন্টার গড়ে তোলা, প্রবাসীদের জন্য বিশেষ বিনিয়োগ সুবিধা, এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা চালু বৃদ্ধি হবে।

আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সুবিধা: ফ্রিল্যান্সার ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য পেপালসহ আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে চালু করে বৈশ্বিক অর্থ লেনদেন, কেনাকাটা, বিল ও ফি ডিজিটালভাবে সহজ করা হবে। বাংলাদেশ ও বিদেশের ব্যাংকের মধ্যে সকল ব্যবসার নিয়মতান্ত্রিক পেমেন্ট ও মানি ট্রান্সফার সুবিধাজনক করা হবে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান: গ্রামের শিক্ষাহীন, গৃহিনী, প্রবীণ, ও দীর্ঘমেয়াদী বেকারদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রোগ্রাম চালু করা হবে, যার মধ্যে থাকবে হাঁস, মুরগী ও পশুপালন, হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কম্পিউটার ও ডিজিটাল দক্ষতা প্রশিক্ষণ, এবং তাদের সুলভ হারের মাইক্রো-ক্রেডিট ও সরঞ্জাম সহায়তা প্রদান করা হবে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে সহযোগিতা: রিকশাচালক, দিনমজুর, হকার, ফুটপাথ ব্যবসায়ী, পরিবহন শ্রমিক, নিরাপত্তাকর্মী, হরিজন, ইত্যাদি তথা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরত সকলের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সেবা ও যৌক্তিক মজুরি নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে দৈনন্দিন আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

সমঅধিকার ও অন্তর্ভুক্তি: বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি, হরিজন, তৃতীয় লিঙ্গ, দলিত, আদিবাসী, এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি ও বেসরকারি খাতকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে বাস্তবমুখী নীতি প্রণয়ন করা হবে।

যুব উন্নয়ন

বিএনপি বিশ্বাস করে, দেশের ভবিষ্যৎ এবং জাতীয় উন্নয়ন নির্ভর করছে দক্ষ, স্বাবলম্বী ও দায়িত্বশীল যুবশক্তির উপর। বিএনপি তরুণ ও যুবকদের এমনভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে চায়, যেন তারা আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল ও নাগরিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন হয়ে দেশের অর্থনীতি ও সমাজে অবদান রাখতে পারে। যুব উন্নয়নে বিএনপি মূলত কারিগরি শিক্ষা, ডিজিটাল দক্ষতা, উদ্যোক্তা উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক প্রশিক্ষণ সুযোগ সম্প্রসারণে অগ্রাধিকার দেবে।

আইটি পার্কগুলোতে অফিস স্পেস ও ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধা প্রদান: দেশের আইটি পার্কগুলোতে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য ছোট ছোট অফিস স্পেস ও ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধা দেওয়া হবে। ফ্রিল্যান্সার ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য পে'পাল-সহ আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে চালু করা হবে।

ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান: কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সাইবার নিরাপত্তা, আউটসোর্সিং, ডাটা প্রসেসিং, আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, সেমিকন্ডাক্টরসহ আইটি সেক্টরে নতুন শিল্প গড়ে তুলে সরাসরি দুই লক্ষ, এবং ফ্রিল্যান্সিং, ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি ও কনটেন্ট ক্রিয়েশনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আট লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

এসএমই ঋণ প্রদান ও অ্যামাজন, আলিবাবায় সংযুক্তকরণ: প্রত্যেক জেলার ঐতিহ্যবাহী ও বিখ্যাত পণ্যের ভিত্তিতে কুটির শিল্প ও এসএমই খাত বিকাশে বিনাসুদে ঋণ প্রদান, বৈশ্বিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে পণ্য রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

বিদেশি ভাষা শিক্ষা ও স্টার্ট-আপ ফান্ড এবং যুব দক্ষতা উন্নয়ন অগ্রাধিকার প্রদান: যুব দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পেশা যেমন: প্লাম্বিং, ইলেকট্রিক কাজ, অটোমোবাইল মেরামত, ইলেকট্রনিক্স অ্যাসেম্বলি, ডেটা এন্ট্রি, গ্রাফিক ডিজাইন, কোডিং, এআই, সাইবার সিকিউরিটি, রোবোটিক্স, নার্সিং, কেয়ারগিভিং, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, হাউসকিপিং, ফ্রন্ট ডেস্ক, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজম্যান্ট, খাদ্য ও পানীয় সেবা, ভ্রমণ সহায়তা এবং পেশাদার ড্রাইভিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হবে। বিদেশি ভাষা শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ, বিদেশে যেতে ঋণ ও স্টার্ট-আপ ফান্ড গঠন করা হবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি: মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে কারিগরি শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন, ক্যারিয়ার পোর্টাল ও জব ম্যাচিং সেবা চালুকরণ: কোর্সেরা, গুগল, মেটা ইত্যাদির সাথে যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে। কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় ড্যাশবোর্ড, ক্যারিয়ার পোর্টাল, জব ম্যাচিং ও মাইক্রোলার্নিং সেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জাতীয় ডিজিটাল স্কিলস অথরিটি গঠন: ডিজিটাল কর্মশক্তির উন্নয়ন এবং ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়নে 'জাতীয় ডিজিটাল স্কিলস অথরিটি' গঠনের উদ্যোগ নেয়া হবে। বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এমন সব সম্ভাবনাময় খাতগুলোতে খাত-ভিত্তিক কোর্স বা পাঠ্যক্রম চালু করা হবে। পাশাপাশি, খাত-ভিত্তিক স্কিলস কাউন্সিল গঠন (গার্মেন্টস,

CamScanner

আইসিটি, লজিস্টিকস, পর্যটন, কেয়ারগিভিং) করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড ও আসন্ন লংজেভিটি ডিভিডেন্ডের সুবিধা অর্জনে অগ্রাধিকার: বাংলাদেশে জনসংখ্যার দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগাতে বিএনপি বদ্ধপরিকর। একদিকে, ১৫-৬৪ বছরের কর্মক্ষম জনশক্তির জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা রয়েছে, যা ২০৪০ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এই , কর্মক্ষম যুব জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা, বাজারভিত্তিক দক্ষতা ও কর্মসংস্থান ও ব্যাপক কর্মমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে কর্মক্ষম জনসম্পদের ইতিবাচক সম্ভাবনা ও লভ্যাংশ দ্রুত আদায় নিশ্চিত করা হবে। অন্যদিকে, ২০৪০ সাল ও তার পরবর্তী সময়কালে দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাদেরকে অবহেলা না করে, বরং তাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা, স্বেচ্ছাব্রতী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রাখা এবং সামাজিক সুরক্ষার আওতায় রেখে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন করা হবে।

শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিএনপি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, কর্মমুখী, উৎপাদনমুখী এবং সময় উপযোগী করে গড়ে তুলবে। বিএনপি'র শিক্ষানীতি হবে জীবনমুখী। শিক্ষার সকল স্তরে জোর প্রদান করা হবে, তবে প্রাথমিক শিক্ষায় জোর দেওয়া হবে বেশি। মৌলিক মূল্যবোধ শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হবে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্য দূর করে নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে চাহিদা ভিত্তিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

শিক্ষাখাতে জিডিপি'র পাঁচ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ প্রদান: শিক্ষাখাতে পর্যায়ক্রমে জিডিপি'র পাঁচ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হবে। এই অর্থ কেবল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে নয়, বরং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে, বিশেষকরে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকের শিক্ষাদানের মান ও দক্ষতার ওপর জোর দেয়া হবে। তাঁদের যথাযথ ট্রেনিং দেওয়া হবে। প্রযুক্তি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাসামগ্রীর উন্নয়নে জোর দেয়া হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।

ওয়ান টিচার, ওয়ান ট্যাব: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের শিক্ষকদের আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা অর্জনসহ সার্বিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্যাবলেট কম্পিউটার প্রদান করা হবে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন: শিক্ষামূলক ছবি, ভিডিও, ডকুমেন্টারি ও অনলাইন কনটেন্টের মাধ্যমে কারিকুলাম ও নৈতিক শিক্ষার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হবে।

লার্নিং উইথ হ্যাপিনেস (আনন্দময় শিক্ষা): ক্লাস সিক্স থেকে দলগত কাজ, ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উন্নয়ন (পার্সোনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট), পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা হবে।

বাধ্যতামূলক তৃতীয় ভাষা শিক্ষা: দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ তৈরিতে বাংলা-ইংরেজির পাশাপাশি আরবি, জাপানিজ, কোরিয়ান, ইতালিয়ান, ম্যান্ডারিন ইত্যাদি তৃতীয় ভাষা শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যায় থেকে চালু করা হবে।

সবার জন্য কারিগরি শিক্ষা: আত্মকর্মসংস্থান এবং দেশ ও বহির্বিশ্বে চাকরির সুযোগ তৈরিতে শিক্ষার্থীদের দক্ষ এবং যোগ্য করে গড়ে তুলতে মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। সিলেবাস এমনভাবে সাজানো হবে যেন একটা পরিবার যদি তার সন্তানকে এস.এস.সি কিংবা ইন্টারমিডিয়েটের বেশি না পড়াতে পারে, তাহলে সেই শিক্ষা দ্বারাই যেন সে নিজের জন্য কর্মসংস্থান করে নিতে পারে।

ক্রীড়া ও দেশীয় সংস্কৃতি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি: মননশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার ইত্যাদি খেলা এবং সংগীত, নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বিষয় পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হবে।

স্বাস্থ্য ও খাদ্যে অগ্রাধিকার: শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী সবার জন্য পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ এবং সারাদেশে পর্যায়ক্রমে প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য 'দুপুরের খাবার (মিড-ডে মিল)' চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সুশিক্ষায় মেধাবী শিক্ষক: গণিত, বিজ্ঞান, তৃতীয় ভাষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, আইটি ও কারিগরিসহ সকল বিষয়ে মেধাবী তরুণদের শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী করে গড়ে তুলে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিদ্যমান সকল ক্যাডার ও নন-ক্যাডার শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব: শিক্ষার সকল স্তরে জোর প্রদান করা হবে, তবে প্রাথমিক শিক্ষায় জোর দেওয়া হবে বেশি। পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি মৌলিক মূল্যবোধ শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হবে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের আকর্ষণীয় বেতন, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

শিক্ষাখাতে সামাজিক ও ভৌগোলিক বৈষম্য নিরসণ: শিক্ষা ধনিক শ্রেণির একচেটিয়া অধিকার নয়। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার সুযোগকে অনগ্রসর এলাকার জনসাধারণের দ্বার-প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রতিভা অন্বেষণ ও উপযুক্ত সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ উন্মোচন করবে বিএনপি।

ফ্রি ওয়াই-ফাই চালু: শিক্ষা খাতে ডিজিটাল সুবিধা বাড়াতে স্কুল, কলেজ, ক্যাফে ও লাইব্রেরিতে ফ্রি ওয়াই-ফাই চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে বিএনপির, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও গবেষণার কাজে সহায়তা করবে এবং ডিজিটাল বৈষম্য কমাতে ভূমিকা রাখবে।

'বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস' প্রদান: শিক্ষার্থীদের সরকারিভাবে 'বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস' প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে বিএনপি'র।

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানো: সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা, উপজেলা ও পৌরসভা পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় দিবসগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

'শিক্ষা সংস্কার কমিশন' গঠন: অগ্রাধিকার ভিত্তিতে 'শিক্ষা সংস্কার কমিশন' গঠন করা হবে। প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলামে ব্যবহারিক এবং কারিগরি শিক্ষাকে প্রধান্য দিয়ে ঢেলে সাজানো হবে। পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের ওপর স্পিকিং টেষ্ট চালু করা হবে। দেশের ও প্রবাসী শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করা হবে। মূল লক্ষ্য হবে – প্রাথমিক পর্যায় থেকে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, বহু ভাষা, ক্রীড়া, কৃষ্টি এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়নসহ বাস্তবানুগ বিষয়সমূহ শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

CamScanner